কিতাবঃ নারায়ে রেসালাতের বৈধতা
(আনোয়ারুল ইনতিবাহ ফি হল্লে নিদায়ে ইয়া রাসুলাল্লাহ (ﷺ)-এর বাংলা রূপ)
মূলঃ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহঃ)
অনুবাদঃ আবু সাঈদ মুহাম্মদ ইউসুফ জিলানী।
প্রকাশকঃ মোহাম্মদ সরোয়ার হোসাইন আজীজ
Text Ready: Sirajum Munir Tanvir
বাড়ী নং - ১ ডি, রোড নং - ২, সেক্টর - ৩, উত্তরা, ঢাকা।
প্রকাশকালঃ সেপ্টেম্বর '৯৬ইং, জুমাদিউল আউয়াল ১৪১৭ হিঃ
কম্পিউটার কম্পোজ ও আল-আরব কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
প্রচ্ছদঃ এট্যাচু এ্যাড়, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
(সত্ব সংরক্ষিত)
শুভেচ্ছা মূল্যঃ আট টাকা মাত্র।
উৎসর্গঃ
প্রম শ্রদ্ধেয়ী নানীজানের আত্মার মাগফিরাত কামনায় নিবেদিত। যার আদর-সোহাগ, স্নেহ-ভালোবাসা হৃদয়ের মণিকোঠায় চির ভাস্বর।

অনুবাদকের কথাঃ

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (رحمة الله) শুধুমাত্র ভারতবর্ষে নয়, বরং বিশ্বের সর্বত্রে যিনি ব্যাপকভাবে আলো চিত ব্যক্তিত্ব। তাঁরই লিখিত "আনোয়ারুল ইনতিবাহ্ ফি হল্লে নেদায়ে ইয়া রাসুলাল্লাহ (ﷺ)" পুস্তিকাটি অনুবাদের সৌভাগ্য হওয়ায় মহান আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। রাসুলে সৈয়দে আলম হুজুর নবীয়ে আকরম (ﷺ) কে ইয়া' সম্বোধন সূচক শব্দ দ্বারা আহবান করা, তাঁর থেকে নিজ হাজত ও অভাব পূরণের প্রার্থনা করা, তাঁর কাছে শাফায়াত প্রার্থনা ইত্যাদি শরীয়তে কতটুকু বৈধ এবং এতে উপকারিতাও লাভ কি অত্র পুস্তিকায় এর বৈধতা এবং যারা নারায়ে রেসালাত ইয়া রাসুলাল্লাহ (ﷺ) বলাকে ভ্রান্ত, অবৈধ এবং শিরক বলে বক্তব্য করেন, তাদের ঐ উদ্ধতপূর্ণ বক্তব্য খন্ডন করা হয়েছে। পবিত্র হাদীস,সাহাবী, তাবেয়ী, তবে তাবেয়ীন, এবং শীর্ষ স্থানীয় ওলামায়ে কিরাম অসংখ্য ফিকহ গ্রন্থের উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে তিনি তাথ্যিক এবং যৌক্তিকভাবে ভ্রান্ত মতবাদীদের মূর্খতা ও বোকা সূলভ মনগড় বক্তব্য খন্ডন করেন। আমাদের দেশের নারায়ে রেসালাত' নিয়ে যে তুলকাম কান্ড ঘটতে যাচ্ছে এবং সত্যপন্থী মুসলমানদের মুশরিক বানানোর যে ষড়যন্ত্র চলছে, পুস্তিকাটি পাঠ করে এ ধরনের ভ্রান্তি নিরসন হবে বলে আমি আশা রাখি এবং এ উদ্দেশ্যেই এ পুস্তিকা অনুদিত।
প্রথম প্রকাশনায় মুদ্রন জনিত কিছু বিভ্রাট থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাই সম্মানিত আলিম এবং পাঠক-পাঠিকাদের এ ধরনের কিছু অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হলে আমাদের জানিয়ে ধন্য করবেন। এ প্রকাশনায় সবচেয়ে যার বেশী অবদান এবং যার আর্থিক, শারিরিক, কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমে বইখানি প্রকাশিত, শ্রদ্ধেয় বড় ভাই, জনাব মুহাম্মদ সরওয়ার হোসাইন (আজিজ) (আল্লাহ তাঁকে যথাযোগ্য বিনিময় প্রদান করুন।) এ ছাড়া যারা আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ। আল্লাহ পাক আমাদের রাসুলে পাক (ﷺ), তাঁর বংশধর এবং সাহাবায়ে কেরামের মতাদর্শমতে চলার তৌফিক দান করুন। বেহুরমতে সৈয়দুল মুরসালীন। আমীন।
বিনীত, আবু সাঈদ মুহাম্মদ ইউসুফ জিলানী

এক নজরে ইমাম আহমদ রেযা (رحمة الله)

জন্মঃ (বেরলী শরীফ) ১৪ই জুন, ১৮৫৬ ইং, ১০ই সাওয়াল ১২৭২ হিজরী।
কুরআন করীম পাঠ শেষঃ ১৮৬০ ইং, ১২৭৬ হিজরী (মাত্র ৪ বছর বয়সে)।

প্রথম বক্তৃতাঃ ১৮৬২ ইং, ১২ই রবিউল আওয়াল, ১২৭৮ হিজরী, (৬ বছর বয়সে)।
সর্বপ্রথম পুস্তক রচনাঃ শরহে হিদায়াতুন্নাহু আরবী (আরবী ব্যাকরণ) ১৮৬৪ ইং, ১২৮০ হিজরী, (৮ বছর বয়সে)।
সবচেয়ে জটিলতর কিতাব মুসাল্লেমুস সবুতের ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা ১৮৬৬ ইং, ১২৮৬ হিজরী।
দস্তারে ফজীলত (শেষবর্ষ সনদ লাভ)ঃ ১৮৬৯ ইং, ১২৮৬ হিজরী।
ফতোয়া প্রদানের গুরুভারঃ ১৮৬৯ ইং, ১২৮৬ হিজরী। দাম্পত্য জীবনের সূচনাঃ ১৮৭৪ ইং, ১২৯১ হিজরী। প্রথম সাহেবজাদার জন্মঃ ১৮৭৫ ইং, ১২৯২ হিজরী, রবিউল আওয়াল।
প্রথম হজ্জব্রত পালনঃ ১৮৭৬ ইং, ১২৯৬ হিজরী। জিয়াউদ্দিন আহমদের উপাধি (মক্কায়)ঃ ১৮৭৬ ইং, ১২৯৬ হিজরী।
খেলাফত লাভঃ ১৮৭৭ ইং, জুমাদিউল আওয়াল, ১২৯৪ হিজরী।
প্রথম ফার্সী গ্রন্থ রচনাঃ ১২৯৯ হিজরী, ১৮৮১ ইং।
দ্বিতীয় সাহেবজাদার জন্ম (মুফতী আযম হিন্দ)ঃ ১৮৯২ ইং, ২২ জিলহজ্জ, ১৩১০ হিজরী।
নদওয়াতুল ওলামা বিরোধী সম্মেলনে অংশগ্রহণঃ ১৯০০ ইং, ১৩১৮ হিজরী।
রাসুলে খোদা (ﷺ)-এর পিতামাতার মুসলমান হওয়া বিষয়ক গ্রন্থ রচনা ১৩১৫ হিজরী।
ওলামা হিন্দের পক্ষ হতে মুজাদ্দিদ উপাধি লাভঃ ১৯০০ ইং, ১৩১৮ হিজরী।
কুরআন করীমের বিশুদ্ধতম অনুবাদ প্রকাশঃ ১৩৩০ হিজরী, ১৯১১ ইং।
আল মু'তামিদুল মুসতানাদ রচনাঃ ১৯০২ ইং, ১৩২০ হিজরী।
ফতোয়া-ই রেভিয়া ১২ খন্ডে সমাপ্ত প্রতি খন্ড ১০০০ পৃঃ ব্যাপী জাহাজী সাইজে শ্রেষ্ঠতম ফতোয়া সংকলন ১৯০৪ ইং, ১৩২২ হিজরী।
প্রিয়নবী (ﷺ)-এর 'ইলমে গায়র' সম্পর্কিত বিশ্ব আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ 'আদদৌলাতুল মক্কীয়াহ (অনুবাদক কর্তৃক তা বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে) রচনা ১৩২৩ হিজরী ১৯০৫ ইং।
দ্বিতীয়বার হজ্জব্রত পালনঃ ১৯০৫ ইংরেজী, জিলকদ ১৩২৩ হিজরী।
হুসসামুল হারামাঈন রচনাঃ ১৩২৪ হিজরী, ১৯০৬ ইং।
ছোট সাহেবজাদার জন্মঃ ১৩২৫ হিজরী, ১৯০৭ ইং।
ভাওয়ালপুর সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির রায়ের বিশ্লেষণধর্মী জবাব ১৩৩১ হিজরী, ১৯১৩ইং।
রাজনীতি বিষয়ক আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ রচনা ১৯১২ ইং।
কানফুর মসজিদ চত্বরে বৃটিশ প্রশাসনের সাথে চুক্তি সম্পাদনকারীদের সমালোচনা মূলক গ্রন্থ রচনা ১৩৩১ হিজরী, ১৯১৩ ইং।
তাজিমী সিজদা হারাম সম্পর্কিত গ্রন্থ রচনাঃ ১৯১৮ ইং, ১৩৩৭ হিজরী।
গ্রীক ও বস্তুবাদী দর্শনের খন্ডন ১৩৩৮ হিজরী। দ্বিজাতি তত্বের উপর কলমধারণ ১৩৩৯হিঃ, ১৯২১ ইং।
ওফাতঃ ২৮শে অক্টেবর ১৯২১ ইং, ২৫শে সফর ১৩৪০ হিজরী। উল্লেখ্য যে, ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (رحمة الله)-এর বয়স ইংরেজী হিসেব মতে ৬৫ বছর, আর হিজরী সন মতে ৬৮ বছর হয়।

সংগ্রহ করুনঃ

উপমহাদেশের শ্রেষ্টতম কলমের সিপাহসালার, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (رحمة الله)-এর বিশ্ব আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ সুদূর মক্কা শরীফে তীব্র রোদ্রের উপর দাঁড়িয়ে মাত্র ৮ ঘন্টায় লিখিত "আদ দৌলাতুল মক্কীয়াহ বিল মাদ্দাতিল গায়বিয়াহ আবু সাঈদ মুহাম্মদ ইউসুফ জিলানী কর্তৃক বাংলায় অনুদিত ও এ. এম. জামেউল আখতার চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে বের হয়েছে। আপনার নিকটস্থ লাইব্রেরীতে খোঁজ করুন।

ফতোয়ার আবেদন

মহামান্য ও সম্মানিত ওলামায়ে দ্বীনের এ মাসয়ালা সম্পর্কে অভিমত কি যে, জায়েদ নামক এক ব্যক্তি যিনি একত্ববাদে বিশ্বাসী, মুসলমান, আল্লাহ ও রাসুলকে ভালভাবে চিনেন ও জানেন। নামাজের পর অন্যান্য সময়ে রাসুলে পাক (ﷺ) কে (ইয়া) আহবান সূচক শব্দ দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং

اشل الشاقة يا الصلوة الشم عليك يارسول الله

(হে আল্লাহর রাসুল! আপনার উপর দরুদ ও সালাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমি আপনার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি) ইত্যাদি বলে থাকেন। এটা বলা বৈধ কিনা? কোন ব্যক্তি যদি তাকে ঐ বাক্য বলার কারণে কাফের ও মুশরিক বলে, তাহলে তার হুকুম কি? কিতাবের দলীল সহকারে বর্ণনা করুন।

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

الحمد لله وكفى والصلوة والسلام على حبيبه المصطفى
وأله وأصحابه أولى الدق والشقاء .
জবাবঃ উপরোক্ত বাক্যাবলী অবশ্যই বৈধ। যার বৈধতার ব্যাপারে নির্বোধ, মুখ অথবা পথভ্রষ্ট ও পথভ্রষ্টকারী ব্যতিত কেউ মুখ খুলবেনা। তাদের জন্যই এ মাসয়ালা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়াস।
শিফাউস সিকাম কৃতঃ ইমাম তক্বীউদ্দীন আবুল হাসান আলী সুবকী (رحمة الله) মাওয়াহেবে লাদুনিয়া কৃতঃ ইমাম আহমদ কুস্তলানী (رحمة الله) বুখারী শরীফ ভাষ্যকার, শরহে মাওয়াহিব কৃতঃ আল্লামা জুরক্বানী (رحمة الله), মুতালিউল মুসাররাত কৃতঃ আল্লামা ফারেসী (رحمة الله), মিরকাত শরহে মিশকাত কৃতঃ মোল্লা আলী ক্বারী (رحمة الله), লুমআত, আশয়াতুল লুমআত, মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থাবলী, জযবুল কুলুব ইলা দিয়ারিল মাহবুব ও মাদারেজুন্নবুয়ত ইত্যাদির গ্রন্থকার শেখ মোহাক্কেক আবদুল হক মোহাদ্দিস দেহলভী (رحمة الله),আফজালুল কুরা শরহে ইমামুল কুরা ইমাম ইবনে হাজর মক্কী (رحمة الله) ইত্যাদি আকায়েদ ও কালাম শাস্ত্রের ইমাম, আলিম ও মুজতাহিদদের গ্রন্থাদি ফিরিয়ে নিন।কেননা, এগুলোতে এর বৈধতা সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে) অথবা অধমের পুস্তিকা “আল ইহলাল বিষয়যিল আওলিয়ায়ে বাদাল বেসাল” পাঠ করুন। | এ নগণ্য বান্দা এখানে সংক্ষিপ্তভাবে প্রয়োজনীয় কতেক বর্ণনা উদ্ধৃত করছি।
নিম্নোক্ত হাদিসটি বিশুদ্ধ বলে অভিমত প্রকাশ করে ইমাম নসায়ী, ইমাম তিরমিজী, ইবনে মাজা, হাকেম, বায়হাক্বী, ইমামুল আয়িম্মাহ্ ইবনে খুযায়মাহ্ ও আবুল কাসেম এবং তাবরানী হযরত উসমান (رحمة الله)-এর সুত্রে বর্ণনা করেন। আর তিরমিজী, হাসনে গরীবে সহীহ, তাবরানী ও বায়হাকী সহীহ এবং হাকেম বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ (বিশুদ্ধ) বলেছেন। আর ইমাম আবদুল আজীম মুনজেরী প্রমুখ অনুসন্ধানী ইমামগন এর বিশুদ্ধতা নির্ভরযোগ্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যাতে হুজুরে সৈয়দে আলম (ﷺ) একজন অন্ধকে দোয়া শিক্ষা ও দিয়েছেন যে, এ দোয়া নামাজের পরে পাঠ করবে-

اللهم ان اسئلك واتوه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة
يا محمد إني أتوجه بك الى ربى في حاجتي هذه ليقضي لي
- اللهم فقعه ف

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি। আর আপনার রহস্যপূর্ণ নবী হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উসিলায় ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি হুজুরের উসিলায় আপনার দিকেই মনোনিবেশ করছি। স্বীয় রবের দিকে এ প্রয়োজনে (হাজত) মনোনিবেশ করছি যে, আমার প্রয়োজন এবং অভাব পুরণ হোক। হে আল্লাহ! তাঁর শাফায়াত আমার পক্ষে কবুল করুন।

হাদিস

প্রথমঃ-
ইমাম তাবরানীর মু’জাম গ্রন্থে এভাবেই রয়েছে-

اين رجلا كان يختلف الى ثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه في حاجته له وكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجه فلقى عثمان بن حنيني رضى الله تعالى عنه فشكي ذلك إليه فقال له عثمان بن حنيف رضى الله تعالى عنه إئت الميضاة فتوضاء ثم ائت المسجد فصلي فيه ركعتين ثم قال- "اللهم اى اشتالك واتوه اليك بنبينا محمد صلي الله تعالي عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد اني اتوجه بك الي ربي ليقضى حاجتي وتذكر حاجتك مع مماثطلق الرجل صنع ما قال له ثم اتي باب ثمان بن عفان رضي الله عنه فجاء اليواب حتي أخذه بيده فادخله عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه فاجلسه معه على الثقة وقال ل ما حاجتك فذكر حاجته فقضاها ثم قال ماذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساقة وقال ماكان لك من حاجة فأتنا ثم أن الرجل خرج من عنده فلقى عثمان بن حنيف رضى الله تعالى عنه فقال له جزاك الله خيرا ماكان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلى حتى كلمته في تقال عثمان بن حنيف رضى الله تعالى عنة والله ماكلمته ولكن شهدت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأتاه رجل ضريرفشكا اليه هاب بصره فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسم ائت الميضاة فتوضئا مع ركعتين ثم ادع بهذه الدعوات فقال عثمان بن حنيف رضى الله تعالى عنه فوالله مافرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كانه لم يكن به ضر قط..

অর্থাৎ, একজন অভাবগ্রস্ত নিজ অভাব ও প্রয়োজন দূরিভূত হওয়ার জন্য আমীরুল মুমেনীন হযরত ওসমান ইবনে আফফান (رضي الله عنه)-এর খেদমতে আসা যাওয়া করতেন। আমীরুল মুমেনীন না তার দিকে দৃষ্টিপাত করতেন, না তাঁর হাজতের দিকে দেখতেন। তিনি হযরত ওসমানের নিকট এর অভিযোগ উত্থাপন করেন। তিনি বললেন, ওযু করে মসজিদে দু'রাকাত নামাজ পড়ো; অতঃপর এভাবে দোয়া প্রার্থনা করো -"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি। এবং আমাদের নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উসিলায় আপনার দিকে মনোনিবেশ করছি। ইয়া রাসুলাল্লাহ্ (ﷺ) আমি হুজুরের প্রার্থনায় স্বীয় রবের দিকে মনোনিবেশ করছি যে, আমার অভাব পুরন করুন। আর নিজ হাজত বর্ননা পূর্বক পুনরায় আমার কাছে আসবে, আমিও তোমার সাথে গমন করবো। হাজত প্রার্থী (তিনিও সাহাবী অথবা কতকের মতে শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ী ছিলেন) এভাবেই করেন,অতঃপর খলিফার দ্বারে উপস্থিত হন। দারোয়ান আসলেন এবং হাত ধরে আমীরুল মুমেনীনের সম্মুখে নিয়ে গেলেন। আমীরুল মুমেনীন (رضي الله عنه) তাঁকে নিজের সাথে স্বীয় মসনদে বসালেন এবং উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করলেন। তিনি নিজ উদ্দেশ্য আরজ করলেন। অতঃপর তিনি তা পুরণ করলেন এবং ইরশাদ করলেন-এতদিন পরেই তুমি নিজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছে। অতঃপর বললেন, তোমার যেই অভাবই হউক না কেন, আমার নিকট চলে আসবে। ঐ ব্যক্তি সেখান থেকে বের হয়ে হযরত উসমান ইবনে হুনাইফ-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং বললেন, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুক। আমীরুল মুমেনীন আমার দিকে এবং আমার অভাবের দিকে এতদিন দৃষ্টিপাত করেননি, এমনকি শেষ পর্যন্ত আপনি তাঁর নিকট আমার জন্য সুপারিশ করেছেন। হযরত উসমান ইবনে হুনাইফ (رضي الله عنه) বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তোমার সম্পর্কে আমীরুল মুমেনীনকে কোন কিছু বলিনি। কিন্তু ব্যাপার হলো এ যে, আমি সৈয়দে আলম হুজুর পুরনুর (ﷺ) কে দেখেছি, তাঁর নিকট একজন অন্ধ উপস্থিত হলেন এবং তার অন্ধত্বের অভিযোগ করলেন। হুজুর (ﷺ) এভাবেই ইরশাদ করলেন যে, ওযু করে দু'রাকাত নামাজ আদায় করো অতঃপর এ দোয়া করো। আল্লাহর শপথ! আমরা এখনও উঠতেই পারেনি। সে কথা বলতে বলতে আমাদের নিকট এসে গেলো।যেমন সে কখনো অন্ধ ছিলো না। |
ইমাম তাবরানী অতঃপর ইমাম মানজুরী (رحمة الله) বলেন -হাদীসটি বিশুদ্ধ।

হাদিস

দ্বিতীয়-
ইমাম বুখারী (رحمة الله) কিতাব "আল-আদাবুল মুফরাদাত", ইমাম ইবনে বিশকওয়াল বর্ণনা করেন-

ان بر عمر رضي الله تعالي عنهما خدرت رجله فقيل له اذكر احب الناس اليك فصاح يا محمداه فانتشرت..

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (رحمة الله)-এর উভয় পা অবশ হয়ে গেলো, কেউ জিজ্ঞেস করলেন, তাঁকে স্বরণ করুন, যিনি আপনার সবচেয়ে প্রিয় মাহবুব। হযরত ইবনে ওমর (رحمة الله)সমুস্বরে আহবান করলেন 'ইয়া মুহাম্মদাহ' (হে মুহাম্মদ (ﷺ)) সাথে সাথে তাঁর পা খুলে গেলো।

ইমাম নববী (رحمة الله) মুসলিম শরীফ ভাষ্যকার 'কিতাবুল আযকারে', অনুরুপ হাদীস হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (رحمة الله) থেকে বর্ণনা করেন-"তাঁর পায়ে কাঁটাবিদ্ধ হলো, তিনি ইয়া মুহাম্মদাহ্ বললে তা ভালো হয়ে গেলো। এ কার্য এ দু'মহান সাহাবী ছাড়া আরো অনেকের থেকে বর্ণিত হয়েছে। মদীনাবাসীদের মধ্যে প্রাচীন কাল থেকেই " يا محمداه" (ইয়া মুহাম্মাদাহ) বলার প্রচলন চলে আসছিলো।
আল্লামা শিহাবুদ্দীন খাফাজী মিসরী (رحمة الله) নসীসুর রিয়াদ শরহে শিফা কৃতঃ ইমাম কাজী আয়াজ-এ বলেন-
هذا مما تعاهده اهل المدينة..

অর্থাৎ মদীনাবাসীরা (তাঁদের এ প্রাচীন) প্রচলন নবায়ন করলেন। | হযরত বেলাল ইবনে হারিছ মুনী (رحمة الله) থেকে 'আমুর রুমাদাহ' দুর্ভিক্ষে যা হযরত ফারুকে আযম (رحمة الله) -এর খেলাফতের পর ১৮ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিলো। তাঁর সম্প্রদায় বনু মুনিয়া আবেদন করেন, মরে যাচ্ছি, কেউ ছাগল জবেহ করুন। বললেন, ছাগলের মধ্যে কিছু নেই, তাঁরা স্বীকার করলেন। পরবর্তীতে জবেহ করলেন। খাল (চামড়া) পরিশোধন করা হলে লাল হাড়িড বের হলো। এটা দেখে হযরত বেলাল (رحمة الله) প্রার্থনা করেন, 'ইয়া মুহাম্মদাহ'। অতঃপর হযরত হুজুর আকদাস (ﷺ) স্বপ্নে তশরীফ এনে সু-সংবাদ প্রদান করেন। এ ঘটনা কামিল' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে।
ইমাম, মুজতাহিদ, ফকীহ্ আবদুর রহমান হুজালী কুফী মাসউদী, যিনি হযরত ইবনে মাসউদের প্রপৌত্র এবং শীর্ষস্থানীয় তবে-তাবেয়ীন ও মোজতাহিদের অন্যতম ছিলেন। মাথার উপর টুপী রাখতেন যাতে লিখা ছিলো-
محمد يا منصور

(মুহাম্মদ ইয়া মানসুরু'), আর প্রকাশ থাকে যে,
القلم احد للسائلين
(আল কালামু আহাদুল লিসানাইন) ..

হায়শম ইবনে জমীল ইনতাকী যিনি নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ওলামাদের অন্যতম। তিনি যুগের ইমাম সম্পর্কে বলেন-

ورأيته وعلى رأسه قلنسوة أطول من ذراع مكتوب فيها محمد يا منصور ذكره في تهذيب التهذيب وغيره

অর্থাৎ আমি তাকে এ অবস্থায় দেখেছি যে, তাঁর মাথার উপর এক গজ পরিমাণ টুপী ছিলো। যাতে মুহাম্মদ ইয়া মানসুরু' লিপিবদ্ধ ছিলো। যা 'তাহযীবুত তাহযীব ইত্যাদিতে উল্লেখ করেন। |

ফতোয়া-

ইমাম শায়খুল ইসলাম শিহাবুদ্দীন রামলী আনসারীর ফতোয়ায়' রয়েছে-

سئل عما يقع من العامة من قولهم ثد الشدائد يافلان ونحو ذلك من الإستقائ باید نبياء والمرسلين والإلحين وهل للمشائخ امائة بعد موتهم أم لا فأجاب بما له آ الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والعلماء الصالحين جائزة للانبياء والمرسلين والأولياء والصالحين اغاثة بعد موتهم..

অর্থাৎ তার থেকে ফতোয়া তলব করা হলো যে, সর্ব সাধারণ লোকেরা কঠোর বিপদের মুহুর্তে নবী, রাসুল, ওলী ও সৎলোকদের থেকে প্রার্থনা করেন আর "ইয়া রাসুলাল্লাহইয়া আলী;'ইয়া শেখ আবদুল কাদের জিলানী এবং এ ধরণের বাক্য বলে থাকেন। এটা বৈধ কিনা? আর ওলীগণের ইনতিকালের পরও তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। এটা কি বৈধ? তিনি জবাব দিলেন যে, নিশ্চয়ই নবী, ওলী, রাসুল ও ওলামাদের থেকে সাহায্য প্রার্থনা করা বৈধ এবং তাঁরা ইনতিকালের পরও সাহায্য করে থাকেন।
আল্লামা খায়রুদ্দীন রমলী 'দুররে মোখতার' গ্রন্থকারের উস্তাদ ফতোয়ায়ে খায়রিয়ায় বলেন-

قولهم ياشيخ عبد القادر ندا فما الموجب لحرمته

(লোকেরা বলে থাকেন যে, "ইয়া শেখ আব্দুল কাদের',এটা একটা আহবান। অতঃপর এর অবৈধতার কারণ কি?)

সৈয়দী জামাল ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর মককী (رحمة الله) স্বীয় ফতোয়ায়' বলেন-

سئلت عمن يقولون في حال الشدائد يا رسول الله ويا على اشيخ عبد القادر مثلا هل جا ئز شرعا آم لا أحيت نعم الإشتقائه بالأولياء ونداء هم والتوسل بهم آمر مشروع وشي مرغوب لا ينكره الأمكابر ومعاند وقد حرم بركة الولياء الكرام

অর্থাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করা হলো ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি যে বিপদের সময় ইয়া রাসুলাল্লাহ' 'ইয়া আলী' এবং ইয়া শেখ আবদুল কাদের ইত্যাদি বলে থাকে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এগুলো বৈধ কিনা? আমি জবাব দিলাম হাঁ! আওলিয়ায়ে কিরাম থেকে সাহায্য প্রার্থনা করা, তাঁদের আহবান করা এবং তাঁদের সাথে অন্যের জন্য প্রার্থনা করা, শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ ও পছন্দনীয়। যা অস্বীকার করা যায় না কিন্তু গোঁয়ার ও অবাধ্যরা। নিশ্চয়ই তারা আওলিয়ায়ে কেরামের বরকত থেকে বঞ্চিত।

ইমাম ইবনে জুজী 'উয়ুনুল হিকায়াত' গ্রন্থে তিনজন মহান ওলীর ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পর সনদ সহকারে রেওয়ায়েত করেন। তিনি বলেন, তাঁরা তিন ভাই শামের 'দেলাওয়ার' নামক স্থানে সওয়ার ছিলো। তাঁরা সর্বক্ষণ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতেন।

فاسر هم الروم مرة فقال لهم الملك اني اجعل فيكم الملك وازوجكم بناتي وتدخلون في نصرانية فابوا قالوا يا محمداه

অর্থাৎ একদা রোমের খৃষ্টানরা তাদের বন্দী করে নিয়ে যায়। বাদশাহ তাঁদের বললেন, আমি তোমাদের রাজত্ব প্রদান করবো এবং আমার মেয়েদের তোমাদের নিকট বিবাহ প্রদান করবো, তোমরা খৃষ্টান হয়ে যাও। তারা অস্বীকার করেন এবং আহবান করেন 'ইয়া মুহাম্মাদাহ'। বাদশাহ তৈল গরম করে দু'জনকে তাতে নিক্ষেপ করেন। তৃতীয় ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা একটি কারণ সৃষ্টি করে বাঁচালেন। ঐ দু'জন ছয়মাস পর একদল ফেরেস্তা সহকারে জাগ্রতাবস্থায় তাঁর নিকট আসেন আর বলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তোমার বিবাহানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি তাদের থেকে অবস্থা জিজ্ঞেস করেন, তারা বলেন

ماكانث الا العظة التي رأيت حتى خرجنا في
- الفردوس

(ঐটা একটা তৈলের কুন্ড ছিলো যা তুমি দেখেছিলে। এরপর আমরা জান্নাতুল ফেরদাউসে চলে গেলাম)
ইমাম ইবনে জুজী (رحمة الله) বলেন -

كانوا مشهورين بذالك معروفين بالشام في الزمن الأول

(এ মহাত্মারা পূর্ববর্তী (সলফে সালেহীনের) পূণ্যবান লোকদের যুগে সিরিয়ায় প্রসিদ্ধ। ছিলো আর তাঁদের এ ঘটনাও সাপী প্রসিদ্ধ ছিলো।)।
অতঃপর বলেন, কবিগণ তাঁদের প্রশংসায় (ক্বাসীদা) কবিতা লিখেছেন। যার একটি পংক্তি –

يغطى الضيقين بفضل صدق * نجاة في الحيات وفى الممات

অর্থাৎ অতিসত্তর আল্লাহ তায়ালা সত্যিকার ঈমানদারদেরকে তাঁদের সত্যের বরকত দ্বারা ইহজগত ও পরজগতে মুক্তি প্রদান করেন। এটা বিস্ময়কর, সুক্ষ্ম এবং রহস্যে পরিপূর্ণ ঘটনা। দীর্ঘ হওয়ার আশংকায় সংক্ষেপ করেছি।

শরহুস সুদুর(ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতী রহঃ)-

পরিপূর্ণ ঘটনা ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতির (رحمة الله) শরহুস সুদুরে রয়েছে। বিস্তারিত ঘটনা জানতে হলে 'শরহুস সুদুর' পাঠ করুন। এখানে উদ্দেশ্য শুধু এটুকু যে, বিপদের সময় "ইয়া রাসুলাল্লাহ্" তথা নারায়ে রেসালতের বৈধতার প্রমান করা। যদি তা শিরক হয়, তাহলে মুশরিকের ক্ষমা ও শাহাদাত নসীব হলো কিভাবে এবং জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান লাভ করার মর্মার্থ কি? আর তাঁদের বিবাহে ফেরেস্তা প্রেরণ কতটুকু যুক্তিসঙ্গত? আর এ ইমামগণও কিভাবে তা গ্রহনযোগ্য এবং তাঁদের শাহাদাত ও বেলায়তের স্বীকৃতি প্রদান করলেন? আর ঐ মহাত্মারা স্বয়ংও সলফে সালেহীনের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। কেননা, এ ঘটনা তারতম-এর আবাদের পূর্বেকার ছিলো।

كما ذكر في الرواية نفسها

(যেমন মূল রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে আর তারতোমে একটি নগর রয়েছে অর্থাৎ দারুস সালামের সীমান্ত নগর, যা খলীফা হারুনুর রশীদ আবাদ করেছেন। যেমন ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতি (رحمة الله) তারীখুল খোলাফায় বর্ননা করেছেন। বাদশাহ্ হারুনুর রশীদের যুগ তাবেয়ীন ও তবেতাবেয়ীনের যুগ ছিলো। সুতরাং এ শহীদদ্বয় তাবেয়ী ছিলেন না বলে ধরে নিলেও কমপক্ষেতো তবেতাবেয়ীন অবশ্যই ছিলেন। আল্লাহ তায়ালাই পথ-প্রদর্শনকারী।

টীকা:- ১. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতি (رحمة الله) "শরহুস সুদুরে পূর্ণাঙ্গ ঘটনাটি এভাবেই ব্যক্ত করেন। সম্মানিত পাঠক পাঠিকার সুবিধার্তে আমি নিম্নে তা উল্লেখ করছি। সিরিয়ায় তিন সহোদর ভাই উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন, প্রবল সাহসী যোদ্ধা, বাহাদুর এবং মুজাহিদ ছিলো। রোম সৈনিকরা তাঁদের গ্রেফতার করে নিলো। রোম সম্রাট ভ্রাতৃত্রয়ের যৌবন এবং সৌন্দর্য দর্শনে প্রভাবিত হয়ে বললো, তোমরা যদি খৃষ্টান হয়ে যাও, তাহলে আমি নিজ শাহজাদীদের সাথে তোমাদের বিবাহ করিয়ে দিবো এবং তোমাদের রাজত্বও প্রদান করবো। ভ্রতত্রয় বাদশাহর এ প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখান করেন। তাদের আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে বাদশাহ তিনটি পাত্রে চর্বি ও সরিষার তৈল পাক করার নির্দেশ দেন। তিনদিন পর্যন্ত তৈলের পাত্র খোলা ছিলো, আর ঐ। পাত্রগুলো দৈনিক তাদের দেখানো হতো এবং বলা হতো, হয়তঃ তোমরা খৃষ্টান হয়ে যাও, নয়তো তোমাদের এ পাকানো তৈলে দগ্ধ করা হবে। কিন্তু তাঁরা মজবুত, সুদৃঢ় ও পাহাড়সম। ঈমানের উপর স্থির থাকেন। ঐ জালেমরা প্রথমে বড় ভাইকে আগুনে নিক্ষেপ করেন, অতঃপর মেঝ ভাইকে। ভ্রাতৃদ্বয় يا محمداه (ইয়া মুহাম্মাদাহ) নারা ও আহবান করে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং শাহাদাতের মহান গৌরব অর্জন করেন। ছোট ভাইকে যখন পাত্রের নিকটে নেয়া হলো, বাদশাহর এক রাজকর্মকর্তার তাঁর প্রতি করুণা হলো। তিনি বললেন, হে সম্রাট! একে চল্লিশ দিনের জন্য অবকাশ প্রদান করুন। আমি তাকে যে কোন প্রকারে খৃষ্টান বানিয়ে ফেলবো। রাজ কর্মচারী ঐ মুজাহিদকে নিজ গৃহে নিয়ে যান এবং নিজের যৌবনা ও অতিসুন্দরী মেয়েকে তাঁর পাশে রেখে দেন। যেন ঐ সুন্দরী মেয়ের প্রতি মুগ্ধ হয়ে মুজাহিদ খৃষ্টান হয়ে যায়। কিন্তু এ মুত্তাকী, পরহেজগার এবং আবেদ মুজাহিদ সারারাত্র নফল নামাজ ও ইবাদতে অতিবাহিত করেন, আর সারা দিন রোযায় কেটে দেন। রাজকর্মচারীর মেয়ে মুজাহিদের তাকওয়া ও ইবাদতে এমনভাবে মুগ্ধ হলো যে, সে নিজেই তাঁর প্রেমে পড়ে গেলো এবং কলেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলো। আর রাত্রে দু'টি ঘোড়া নিয়ে মুজাহিদকে বললো, চলো আমরা উভয় এ নগর ত্যাগ করে চলে যাই এবং তথায় আমরা বিবাহ করে এক সাথে থাকবো। এরপর তাঁরা সেখান থেকে এভাবেই বেরিয়ে গেলেন যে, সারারাত্র তাঁরা সফর করতেন আর দিনে লুকিয়ে থাকতেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা একরাত্রে চলে যাচ্ছেন এমতাবস্থায় কতেক ঘোড়ার আওয়াজ তাঁদের কর্ণে প্রবেশ করলো। মুজাহিদ সামনে এগিয় দেখেন যে, এরা তাঁর ঐ দু'ভাই যাদের পাকানো তৈলে নিক্ষিপ্ত করা হয়েছিলো এবং তাঁদের সাথে কতেক ঘোড়ার দৌড়ের আওয়াজ আসছিলো। মুজাহিদ আরো নিকটে গিয়ে দেখেন তাঁরা হলেন তাঁর ঐ দু'ভাই যাদের আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো। আর তাঁদের সাথে ঘোড়ায় আরোহীরা ফিরিস্তাদের একটি দল ছিলো। মুজাহিদ তাঁর ঐ দু'ভাইকে সালাম করেন এবং তাঁদের অবস্থা সম্পর্কে খোজ-খবর নেন। তাঁরা উভয় বলতে লাগলেন, আমাদের অবস্থা এ যে, আমরা তৈলে ডুব মেরেছি এরপর জান্নাতে পৌঁছে গেছি। এখন আমরা আল্লাহর নির্দেশে এখানে এসেছি যেন এ পবিত্র ও নেক মেয়ের বিবাহে শরীক হতে পারি। এরপর এ উভয় ভাই ফেরেস্তাদের সাথে তাঁদের বিবাহে শরীক হন অতঃপর রওয়ানা হয়ে যান। আর এ বর-কন্যা নিরাপত্তার সাথে সিরিয়ায় (নিজ বাড়ীতে) পৌঁছে যান। (অনুবাদক)।

গাউসুল আযম হযরত আব্দুল কাদের জিলানি (রহ:)এর বাণী:-

হুজুর সৈয়দুনা গাউসে আজম (رحمة الله) বলেন

من استغاث بى فى كربة كشفت عنه ومن نادى باسمى
فى شدة فرجت عنه ومن توسل بي الي الله تعالي في حاجته قضيت له ومن صلى ركعتين يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلمابعد السلام ويسلم عليه ثم يخطؤا الي جهة العراق إحدى عشرة خطوة يذكر فيها اسمى ويذكر في حاجته فانها تقضى .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন কষ্টের সময় আমার নিকট প্রার্থনা করবে, তার সে কষ্ট দূরিভূত হয়ে যাবে। আর যে কেউ কোন কঠিন বিপদের সময় আমার নাম নিয়ে আহবান করবে, তাহলে সে বিপদ দূর হবে, আর যে ব্যক্তি কোন হাজত ও প্রয়োজন পুরোনার্থে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার নিকট প্রার্থনা করবে এবং সে প্রয়োজন সমাধার জন্য আরো দু'রাকাত নামাজ আদায় করবে, প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতেহার পর সুরা ইখলাস এগারবার করে পাঠ করে, অতঃপর সালাম ফিরানোর পর রাসুলে করীম (ﷺ) -এর উপর দরুদ শরীফ প্রেরণ করে, অতঃপর ইরাকের দিকে এগার কদম গমন করে এবং সে সময় আমার নাম স্বরণ করে এবং নিজ প্রয়োজন স্মরণ করে, তার সে প্রয়োজন পুরণ হয়। | উম্মতের শীর্ষস্থানীয় ওলামা কিরাম ও আওলিয়াইজাম যেমন ইমাম আবুল হাসন নুরুদ্দীন আলী ইবনে জরীর শাহমী সানতুফী, ইমাম আবদুল্লাহ্ ইবনে আসআদ ইয়াফেয়ী মককী, আল্লামা আলী ক্বারী মককী মিরক্বাত শরহে মিশকাত গ্রন্থকার, আল্লামা আবুল মায়ালী মুহাম্মদ সালমা কাদেরী এবং শেখ মোহাকে আবদুল হক মোহাদ্দিস দেহলভী (رحمة الله) প্রমুখের স্বীয় গ্রন্থসমূহ যথাক্রমে বাহজাতুল আসরার, খুলাসাতুল মাফাখির, নুজহাতুল খাতির ওয়াল ফাতির, তোহফায়ে কাদেরী এবং জুবদাতুল আসার ইত্যাদিতে উপরোক্ত বক্তব্য হযরত সৈয়দুনা গাউসে আজম (رحمة الله) থেকে বর্ণনা করেন। | 'বাহজাতুল আসরার' প্রণেতা ইমাম আবুল হাসন নুরুদ্দীন আলী (رحمة الله) শীর্ষস্থানীয় ওলামা, কিরাতের ইমাম ও আকাবিরে আউলিয়া এবং তরীকৃতের সম্মানিত ব্যক্তিত্বদের অন্যতম ছিলেন। হুজুর গাউসুস সাল্কালাঈন ও তাঁর মধ্যকার শুধুমাত্র দু'টি মধ্যস্থতাই রয়েছে। ইমাম আজল হযরত আবু সালিহ (رحمة الله) থেকে ফয়েজ হাসিল করেছেন। তিনি স্বীয় সম্মানিত পিতা আবু বকর তাজুদ্দীন আবদুর রাজ্জাক (আল্লাহ তায়ালা তাঁর কবরকে নুরে রহমত দ্বারা পরিপূর্ণ করুক) থেকে, তিনি তাঁর সম্মানিত পিতা হুজুর পুরনুর সৈয়দুস সাদাত গাউসে আজম (رحمة الله) থেকে শেখ মোহাক্কেক যুবদাতুল আসার' গ্রন্থে বর্ণনা করেন— "বাহজাতুল আসরার একটি মহান ও প্রসিদ্ধ কিতাব এর রচিয়তা
ওলামায়ে কিরাত -এর প্রসিদ্ধ ও শীর্ষস্থানীয় ইমাম, তাঁর জীবন চরিত (রেজাল শাস্ত্রীয় গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে। ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী (رحمة الله) ইলমে হাদীস ও রিজাল শাস্ত্রে যাঁর সুখ্যাতি ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। তিনিও তাঁর দরস লাভে গৌরবান্বিত হয়েছেন এবং তাঁর কিতাব 'তাবাতুল মোক্বাররেয়ীন'-এ তাঁর প্রসংশা ও গুণাগুণ বর্ণনা করেন। | ইমামে মুহাদ্দিস, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জরী "হিসনে হাসীন" গ্রন্থকার তাঁর ছাত্রদের মধ্যে গণ্য। তিনি এ নির্ভরযোগ্য কিতাব 'বাহজাতুল আসরার' শরীফ তাঁর শেখ থেকে পড়েন এবং এর সনদ ও অনুমতি লাভ করেন। এসব উক্তির বিস্তারিত বিবরণ এবং এ নামাজ মোবারকের শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গি, প্রমাণাদি, উক্তি ও কর্মসমূহ সম্মানিত ও নির্ভরযোগ্য ওলামা কিরাম থেকে প্রমাণিত রয়েছে। এ নগণ্য বান্দার (আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করুক) লিখিত 'আনহারুল আনোয়ার মান য়াম্মে সালাতুল আসরার' (১৩০৫ হিজরী সনে লিখিত) গ্রন্থে এ সম্পর্কিত বর্ণনা রয়েছে-

فعليك ما فيها ما يشفي الصدور ويكشف العمى والحمد لله رب العالمين..

(অতএব, তা সংগ্রহ করুন, তাতে দেখতে পাবেন আত্মার শান্তি এবং অন্ধদের স্বরূপ, সমগ্র জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা।)
ইমাম আরিফ বিল্লাহ্ সৈয়দী আবদুল ওহাব শেরানী (رحمة الله) নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ "লাওয়াকিয়ুল আওয়ার ফি তাবাতিল আখইয়ার" গ্রন্থে বলেন- "সৈয়দী মুহাম্মদ গামরী (رحمة الله)-এর একজন মুরীদ বাজারে তশরীফ নিচ্ছিলেন। তাঁর সওয়ারীর পদস্খলন ঘটলো, তিনি সমুস্বরে আহবান করলেন, "ইয়া সৈয়দ মুহাম্মদ ইয়া গামরী।"
"এ দিকে ইবনে ওমর হাকিম সাঈদকে সুলতান হাকীকের নির্দেশে শ্রী ঘরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। ইবনে ওমর ফকীরের আহবান শুনেন, বলেন, সৈয়দী মুহাম্মদ ইনি কে? বলেন, তিনি হলেন আমার শেখ। আমি গুনাহগারও বলছি-
ياسيدي محمد يا غمر الاحظني

(ইয়া সৈয়দ মুহাম্মদ ইয়া গামরী আল আহজনী) অর্থাৎ, হে আমার সরদার, হে মুহাম্মদ গামরী আমাকে সাহায্য করুন। তাঁর এটাই বলার ছিলো যে, হযরত মুহাম্মদ গামরী (رحمة الله) আপনি তাশরীফ আনুন এবং সাহায্য করুন। বাদশাহ ও তার সৈন্যদের ভীতির সঞ্চার হলো, বাধ্য হয়ে উপহার দিয়ে তাঁকে রুখসাত' (মুক্তি) দিলেন"।
উক্ত কিতাবে আরো উল্লেখ আছে - "সৈয়দ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ হানফী (رحمة الله) নিজ গৃহে একাকীভাবে ওযু করছিলেন, অকস্মাৎ একটি খড়ম (কাষ্ঠ নির্মিত পাদুকা) আকাশে নিক্ষেপ করেন যা অদৃশ্য হয়ে গেলো অথচ গৃহে তা আকাশে যাওয়ার কোন রাস্তা ছিলো না। আর অন্য পাদুকাটি তাঁর খাদেমকে দান করেন এবং বলেন, "এটা তোমার নিকট রেখে দাও যতক্ষণ না অপরটি এসে যায়। কিছু দিন পর সিরিয়া থেকে এক ব্যক্তি তাঁর মুরীদ সহকারে ঐ পাদুকা নিয়ে হুজুরের সম্মুখে উপস্থিত হন এবং বলেন, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন, যখন চোর আমার বক্ষের উপর আমাকে হত্যা করতে বসেছিলো, সে সময় আমি অন্তরে অন্তরে বলেছি "ইয়া সৈয়দী মুহাম্মদ ইয়া হানফী।" সে মুহূর্তে এ পাদুকা গায়ব থেকে এসে তার বক্ষের উপর এসে লাগলো। সে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলো। আপনার বরকতে আল্লাহ তায়ালা আমাকে মুক্তি প্রদান করেন।"
উক্ত গ্রন্থে আরো উল্লেখ আছে- "উপরোক্ত প্রশংসিত ঐ ওলীর বিবি ভীষণ রোগে মৃত্যের সাথে পাঞ্জা লড়ছে। তিনি এ ভাবে আহবান করেন-

ياسيدي احمد يا بدوي خاطرك معي

(ইয়া সৈয়দ আহমদ ইয়া বাদভী খাতিরুকা মায়ী) অর্থাৎ হে আমার সরদার, হে আহমদ বাদভী (رحمة الله) আপনার কৃপা দৃষ্টি আমার দিকে নিক্ষেপ করুন)। | একদিন তিনি সৈয়দী আহমদ কবীর বাদভী (رحمة الله) কে স্বপ্নে দেখেন, তিনি বলেন, আর কতকাল আমাকে আহবান করবে এবং আমার সাহায্য প্রার্থনা করবে, তুমিতো একজন মহান বুজর্গের (স্বীয় স্বামীর) তত্বাবধানে রয়েছে। আর যে কোন মহান অলীর তত্ববধানে থাকে আমি তার আহবানের জবাব প্রদান করিনা। বরং তুমি এভাবেই বলো, ইয়া সৈয়দ মুহাম্মদ ইয়া হানফী'। যদি এভাবে বলতে থাকো, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ক্ষমা ও সাহায্য করবেন। তিনি (ঐ বিবি) এভাবেই বললেন। সকালে হতেই তিনি সুস্থ হয়ে উঠেন, যেন তার কোন রে গই হয়নি।"
উক্ত কিতাবে আরো আছে-"হযরত মামদুহ" (মুহাম্মদ গামরী (র)) তাঁর মৃত্য শয্যায় বলেছিলেন,

من كانت له حاجة فليات التي قبري ويطلب حاجته
اقضها له فان ما بيني وبينكم غير ذراع من تراب و رجل يجحبه عن أصحابه ذراع من تراب فليس برجل

অর্থাৎ, যার কোন কিছুর প্রয়োজন হয় সে আমার কবরে উপস্থিত হয়ে নিজ প্রয়োজন (পূরণের জন্য প্রার্থনা করবে। আমি তা পুরণ করে দিবো। কেননা, আমি ও তোমাদের মধ্যখানে মাটির কোন পর্দা নেই। আর যে ব্যক্তির এতটুকু সাধারণ মাটি তার সঙ্গীদের জন্য পর্দা হয়ে দাড়ায় সে পুরুষই নয়।

অনুরূপভাবে হযরত মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ফারগল (رحمة الله)-এর জীবন চরিত্রেই লিখা রয়েছে

كان رضي الله تعالى عنه يقول أنا من المتصرفين في قبورهم فمن كانت له حاجة قليات الى قبالة وجهى
- ويذكرها إلى أفضها له

অর্থাৎ, তিনি বলে থাকতেন আমি সে সকল ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য, যারা স্বীয় কবরে থেকেও সাহায্য করতে পারেন। কারো কোন কিছুর প্রয়োজন হলে আমার নিকট আমার মুখের সামনে উপস্থিত হয়ে আমার কাছ থেকে নিজ প্রয়োজন পুরণার্থে আহবান করো, আমি তা পূরণ করে দিবো।
উক্ত কিতাবে আরো উল্লেখ আছে-"বর্ণিত আছে, একদা হযরত সৈয়দী মুদায়ন ইবনে আহমদ শামুলী (رحمة الله) ওযু করার সময় একটি পাদুকা প্রাচ্যের দিকে নিক্ষেপ করেন। এক বছর পর এক ব্যক্তি উপস্থিত হলো, তার নিকট ঐ পাদুকটি ছিলো। তিনি তার অবস্থার বর্ণনা এভাবেই দেন যে, এক লম্পট তার মেয়ের শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেছিলো। ঐ সময় মেয়ের কাছে তার পিতার পীরের নাম স্বরণ ছিলো না, তাই সে এভাবেই আহবান করলো-"ইয়া শেখু আবী লা হিজনী' অর্থাৎ হে আমার

পিতার পীর ও মুরশিদ আমাকে রক্ষা করুন। এ আহবান করার সাথে সাথেই এ পাদুকা এসে পড়লো, মেয়ে ঐ লম্পটের হাত থেকে নিস্কৃতি পেলো। ঐ পাদুকা তাঁর বংশধরদের নিকট এখনও বিদ্যমান রয়েছে।" | উক্ত কিতাবে সৈয়দী মুসা ইবনে ইমরান (رحمة الله)-এর বর্ণনায় লিপিবদ্ধ

كان إذا ناداه مريدة اجابة من مسيرة سنة واكثر

তাঁর মুরীদ যখনই যেখান থেকে আহবান করতেন, জবাব দিতেন। যদিও এক বছরের কিংবা তার চেয়ে অধিক দীর্ঘ পথও হয়ে থাকে।

আখবারুল আখইয়ার(হযরত আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহঃ)-

হযরত শেখ মোহাক্কেক আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (رحمة الله) "আখবারুল আখইয়ার" গ্রন্থে হযরত সৈয়দে আজল শেখ বাহাউল হক ওয়াদ্দীন ইবনে ইব্রাহীম আতাউল্লাহ, আনসারী, কাদেরী, সাততারী, হোসাইনীর' বর্ণনায় তার পুস্তিকা শারিয়া থেকে উদ্ধৃত করে বলেন-

ذكر كشف ارواح ياأحمد يامحمد درودوطريق است . يك طريق أنست و يا احمد را در راست بگويد و يا محمد در چپابگويد - ودر دل ضرب كند يارسول الله طريق ست دوم آنست كه با احمد را در راست بگويد و چپا يا محمد و در دل هم كند يا مصطفے وديگر ذكر يا أحمد يامحمد - يا على يا حت يا حسين يا فاطمة شش طرفى ذكر كند كشف جميع ارواح شود و ديگر اسمائے ملائكه مقرب همي ں دارند يا جبرئيل يا ميكائيل يا اسرافيل يا عزرائيل چهار ضربى ديگر ذكرهم شيخ يعني بگويد ياشيخ ياشيخ هزار بار بگويد كه حرف ندارا ازدل بكشد طرف راستاهر دو لفظ شيخ را در دل ضرب كند -

অর্থাৎ কশফে আরওয়াহ (আত্মাসমূহের কাশফ) 'ইয়া আহমাদু 'ইয়া মুহাম্মাদু'-এর জিকিরের দুটি পদ্ধতি রয়েছে।
একটি পদ্ধতি এ যে, 'ইয়া আহমাদু' (ﷺ) ডানদিকে বলবে আর 'ইয়া মুহাম্মদু' (ﷺ) বামদিকে বলবে ।। অন্তরে ইয়া রাসুলাল্লাহ (ﷺ)-এর জোর প্রদান করবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, ইয়া আহমাদু' (ﷺ) ডান দিকে আর 'ইয়া মুহাম্মদু' (ﷺ) বামদিকে বলবে এবং অন্তরে 'ইয়া মুস্তফা (ﷺ), বলবে।

দ্বিতীয় জিকির হলো 'ইয়া আহমাদু', ইয়া মুহাম্মদু', 'ইয়া আলীয়ু, ইয়া হাসানু', ইয়া হোসাইনু' এবং 'ইয়া ফাতেমা'-এর জিকির ছয় দিকে করবে,সমস্ত আত্মার কাশ হয়ে যাবে।

আর অন্যান্য নৈকট্যবান ফেরেস্তাদের নামও খুবই প্রভাব ফেলে। ইয়া জিব্রাঈলু', 'ইয়া মীকাঈলু', 'ইয়া ইসরাফীলু এবং "ইয়া আজরাঈলু' চারটির উপর জোর দিবে। শেখের জিকিরও করবে অর্থাৎ 'ইয়া শেখু' 'ইয়া শেখু' একহাজার বার এভাবেই আদায় করবে যে, হরফে নিদা' (আহবান সূচক শব্দ) অন্তর থেকে টেনে আনবে। ইয়া শেখ' ইয়া শেখ' শব্দদ্বয়কে জোর দিয়ে পড়বে।

হযরত সৈয়দী নুরুদ্দীন আবদুর রহমান জামী (رحمة الله) "নাফহাতুল ইনস" গ্রন্থে, হযরত মৌলভী মানবী'-এর বর্ণনায় লিখেছেন যে, মাওলানা রুহুল্লাহ রুহাহু ইনতিকালের নিকটবর্তী সময়ে বলেন

قريب انتقال ارشاد فرمايا . ازرفتن من غمناك مشويد كه نور منصور رحمة الله بعد از صدو پنجاه سال برروح شيخ فريد الدين عطار رحمة الله تعالى تجلى كرده مرشداو شد اور فرمايا
در حاليكه باشيد مرا ياد كنيد تامن شمار احمد باشم در هر لباسى كه باشم به او فرمايا در عالم مارا دو تعلق ست يكے بابدن و يكے به شما وچوں بعنايت حق سبحانه و تعالى مجرم شوم و عالم تفريد وتجريد روئے نمايد اں تعلق نيز از آن شما خواهد بود -

অর্থাৎ, আমার মৃত্যুর কারণে বিষন্ন ও দুঃখিত হয়োনা। কেননা, নুরে মানসুর (رحمة الله) একশত পঞ্চাশ বছর পর শেখ ফরীদুদ্দীন আত্তার (رحمة الله)-এর রুহের উপর উজ্জ্বল্য (তাজাল্লী) প্রদান করেছেন এবং বলেছেন, তোমরা যে অবস্থায় আমাকে। আহবান করোনা কেন, আমি তোমাদের জন্য যে কোন বেশে উপস্থিত হয়ে যাবো এবং এটাও বলেছেন যে, আমাদের জগতে দু'ধরণের সম্পর্ক রয়েছে। একটি শরীরের সাথে, আপরটি তোমাদের সাথে । আর আল্লাহর অনুগ্রহে যখন গুনাহগার হবো আর আলমে তাফরীদ ও আলমে তাজরীদে (উপসনা ও নির্জন জগত) আগমন হবে, সে সম্পর্কও তোমাদের সাথে হবে।

শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী(রহ:) এর অভিমত:-

শাহ ওয়ালী মোহাদ্দেস দেহলভী (رحمة الله) "আতইয়াবুন নিয়াম ফি মাদহে সৈয়দিল আরবে ওয়াল আজম" গ্রন্থে বলেন-

وصلى عليك الله يا خير خلقه ويا خير ماهول ويا خير واهب ويا خير من يرجى لكشف رزية ومن جوده قد قاق جود السحائب وانت بخير من هجوم مصيبة إذا أنشبث في القلب شر المخاطب .

আর স্বয়ং এর ব্যাখ্যা ও অনুবাদ করতে গিয়ে বলেন-

فصل يازدهم در ابتهال بجناب آنحضرت صلى الله تعالىے عليه وسلم رحمت فرستد برتو خدايتالے اى بهترين خلق خدا وندى بهترين كسيكه اميد داشته باشد اى بهترين عطا كنند واى بهترين كسيكه اميد داشته باشد از وازالئه مصيبت واى بهترين كسيكه سخاوت اوزياده است ازياران ابرهاگواهى ميدهم كه تو پناه دهنده منى از هجوم كردن مصيبتے وقتيكه بخلاند دردل بدترين چنگار با اه ماخصا.

অর্থাৎ, রাসুল সৈয়দে আলম (ﷺ)-এর পবিত্র মহান দরবারে বিনীতভাবে প্রার্থনা করছি যে, হে আল্লাহর সৃষ্টিজগতের সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট মহান সত্তা। আপনার উপর আল্লাহ তায়ালার করুণা নাজিল হোক। হে বিশ্বজগতের সবচেয়ে সম্মানিত ও পরিপূর্ণ সত্তা! যে ব্যক্তি আপনার থেকে কোন বস্তুর আশা পোষণ করে, আপনি তা তাকে প্রদান করেন। হে সৃষ্টির সর্বোচ্ছ মর্যাদার অধিকারী সত্তা, যে ব্যক্তি (মুসিবতের সময়) আপনার থেকে নেজাত ও মুক্তির আশা করে, আপনি তাঁর মুসিবতসমূহ দূরিভূত করেন। হে মাখলুকের সর্বেকৃষ্ট সত্তা, যে আপনার নিকট বদান্যতার প্রার্থনা করে তাহলে বদান্যতার মেঘ সাক্ষ্য প্রদান করে। আপনি-মুসিবতের জনকোলাহল থেকে মুক্তি প্রদান করেন যখন নিকৃষ্ট লোকেরা হৃদয়ে মুসিবতের কাঁটা বিদ্ধ হয়।

উক্ত কিতাবের সূচনায় রয়েছে :

ذكر بعض حوادث زمان كه درآن حوادث لابدست از استمراد بروح آنحضرت صلى الله تعالى عليه وسلم ...

অর্থাৎ কতেক এমন যুগের দুর্ঘটনাবলী, যা তাতে অবশ্যই সংঘটিত হবে। এমন আকস্মিক দুর্ঘটনাসমূহ রাসুলে সৈয়দে আলম (ﷺ)-এর রুহানী সাহায্য দ্বারা দূরিভূত হয়ে যায়।

এ কিতাবের প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ আছে -

بنظرنمى ايد مرا. مگر آنحضرت صلى الله تعالى عليه
وسلم كه جاءے دست زدن اندوهگين ست - در هر شد نے .

শাহ্ সাহেব (رحمة الله) "মাদহিয়ায়ে হামজায়া" গ্রন্থে উল্লেখ করেন -

ينايي ضارعا بخضوع قلب * وذل وابتهال والتجاء

رسول الله ياخيرالبرايا * نوالك ابتغی یوم القضايا

اذا ما حل خطب مدلهم * فانت الحصن من كل البلاء

اليك توجهی وبك استنادي * وفيك مطامعي وبك ارتجائي

স্বয়ং এর ব্যখ্যা ও অনুবাদ এভাবে করেন -

فصل ششم در مخاطبه جناب عالی علیه افضل الصلوة, واكمل التحيات والتسليمات نداكند زار وخوادشده بشكستگی دل واظهار بيقدری خود به اخلاص در مناجات وبه پناه گرفتن باين طريق كه اے رسول خدا اے بهترين مخلوقات عطائے ترا می خوام روز فيصل كردن وقتيكه فرود آيد وكار عظيم در غايت تاريكی پس توئی پناه ازهر بلا بسويئر تست رو آوردن من به تست پناه گرفتن من و در تست اميد داشتن من او ملحضا.

অর্থ্যাৎ-অনুনয়-বিনয়, নতি-বশ্যতা,দোয়া-প্রার্থনা,বিলাপ-কাতরতা,
আন্তরিকতা-অন্তরঙ্গতা এবং বিনয়-নম্রতা সহকারে হুজুর আলায়হি আফযালুস সালাত ওয়া আকমাতুত তাহিয়াত ওয়াত তাসলীমাত-কে আহবান করবে যে, হে আল্লাহর প্রিয় রাসুল (ﷺ), হে সর্বোৎকৃষ্ট-সর্বোত্তম সৃষ্টি, আমরা কিয়ামত দিবসে আপনার দান ও প্রাচুর্য প্রার্থনা করছি, যখন কঠোর ও শক্ত দুঃখ-দুর্দশা, বিপদ-আপদ এবং দুর্ঘটনা আমাদের চেষ্টন করবে, আপনার আশ্রয়েই থাকবো। আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আপনার নিকটই নির্ভরতার আশ রাখছি।

শাহ্ সাহেব (رحمة الله) "ইনতিবাহ ফি সালাসিলে আওলিয়িল্লাহ" গ্রন্থে কাযায়ে হাজত (প্রয়োজন পূরুণার্থে) একটি খতমের তরতীব এভাবেই বর্ণনা

اول دو ركعت نفل بعد از ان يكصدو يازده بار ورود بعد ازان يكصد ويازدهبار كلمه تمجيد ويكصدويازده بار شيئا الله عبد القار جيلانی .

অর্থাৎ, প্রথমে দু'রাকাত নফল নামাজ আদায় করবে, এরপর একশত এগারবার দরুদ শরীফ, অতঃপর একশত এগারবার কলেমা তামজীদ এবং একশত এগারবার শাঈয়ান লিল্লাহ্ আবদুল কাদের জীলানী' পাঠ করবে।
এ 'ইনতিবাহ' গ্রন্থ থেকে প্রমাণিত হয় যে, শাহ সাহেব (رحمة الله) এবং তাঁর শেখ ও উস্তাদ মাওলানা আবু তাহের মদনী, যার খেদমতে দীর্ঘদিন যাবত হাদীস পড়েছেন এবং তাঁর শেখ, উস্তাদ ও পিতা মাওলানা ইব্রাহীম কিরদী, তাঁর উস্তাদ মাওলানা কাশশাসী, তাঁর উস্তাদ মাওলানা আহমদ সানভী আর তাঁর উস্তাদুল উস্তাদ মাওলানা আহমদ খলী (رحمة الله) এ চারজনও শাহ্ সাহেবের আধিকাংশ হাদীসের পরম্পরায় অন্তর্ভূক্ত। আর শাহ্ সাহেব (رحمة الله)-এর পীর ও মুরশিদ শেখ মুহাম্মদ সাঈদ লাহুরী যাকে উল্লেখিত 'ইনতিবাহ' গ্রন্থে-নির্ভরযোগ্য ও সিক্বাহ্ বলে উল্লেখ করেন এবং সম্মানিত মাশায়েখে তরীকত-এর মধ্যে গণ্য করেছেন এবং এ পীরও তাঁর মুরশিদ শেখ মুহাম্মদ আশরাফ লাহুরী (رحمة الله), তাঁর শেখ মাওলানা আব্দুল মুলক, তাঁর মুরশিদ বায়েজীদ সানী এবং শেখ মানাবীর পীর হযরত সৈয়দ সিবগাতুল্লাহ বারুজী এবং তাঁদের উভয়ের পীর ও মুরশিদ মাওলানা ওয়াজীহুদ্দীন আলভী (رحمة الله) হিদায়া ও শরহে বেকায়া ভাষ্যকার, তাঁর শেখ হযরত শাহ্ মুহাম্মদ গিয়াস গাওয়ালিয়ারী (رحمة الله) এ সব শীর্ষস্থানীয় ওলামা কিয়াম 'নাদে আলীর'সনদ গ্রহণ করতেন, আর স্বীয় শীর্ষদের অনুমতি দিতেন এবং 'ইয়া আলীয়, "ইয়া আলীয়ু'-এর ওজীফা করতেন।

নাদে আলী নিম্নরূপঃ

بسم الله الرحمن الرحيم ناد عليا مظهرالعجائب تجده فؤا لك في النوائب يتجلی بنوتك يا رسول الله
بولايتك يا علي ياعلي ياعلي .

ولله الجهة السامية এর বিস্তারিত বিবরণ দেখতে হলে অধমের রিসালাহ্ যথাক্রমে 'আনোয়ারুল আনোয়ার' ও 'হায়াতুল মাওয়াত ফি বয়ানে সিমায়ে আমওয়াত' দেখুন!

শাহ আব্দুল আজিজ (রহঃ) এর অভিমতঃ-

শাহ্ আবদুল আজীজ (رحمة الله) বুস্তানুল মোহাদ্দেসীন' গ্রন্থে শীর্ষস্থানীয় ও সম্মানিত আলিম, ইমামুল ওলামা, নিজামুল আউলিয়া হযরত সৈয়দ আহমদ রাজুক মাগরবী (رحمة الله) (উস্তাদ ইমাম শামসুদ্দীন লিকানী ও ইমাম শিহাবুদ্দীন কুস্তুলানী সহীহ বুখারী ভাষ্যকার)-এর খুবই প্রশংসা লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন, তিনি সাত আবদাল ও সুফী-মাহাক্কেকীনে কিরামের অন্তর্ভূক্ত, শরীয়ত ও তরীকৃতের জামে, উচ্চ মর্যাদার বাতেনী জ্ঞান সম্পন্ন, তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলী জাহেরী জ্ঞানেও অধিক উপকারী। শীর্ষস্থানীয় ওলামা কিরাম গৌরব করতেন যে, আমরা এমন মহান, সম্মানিত আলিম ও আরিফ-এর শীর্ষ । এমনও পর্যন্ত লিখেছেন-

بالجمله مردے جليل القدريست كه مرتبه كمال او فوق الذكرست...

অর্থাৎ সারাংশ হলো, তারা এমন জলীলুল কদর ব্যক্তিত্ব যে, তাদের উচ্চ মর্যদার পরিপূর্ণতা বর্ণনার বাইরে। এ মহান ব্যক্তিত্বের পবিত্র বাণী থেকে দুটি ছন্দ বর্ণনা করছি। তিনি বলেন-

انا لمريدي جامع لتشتاته * اذا ما سطا جور الزمان بنكبته..

- অর্থাৎ, আমি স্বীয় মুরীদের বিষন্ন ও দুঃখ-দুর্দশাসমূহের (মুহূর্তে) মনের শান্তি এনে দিতে পারি যখন কালের দুর্ভোগ-দুর্দশা ও অত্যাচার দুর্ভাগ্যক্রমে এর উপর অতিক্রম করে।

وان كنت في ضيق وكرب ووحشة : فنا بيارزي أي بسرعة

অর্থাৎ, আর যদি তুমি কোন দুঃখ-কষ্ট এবং বিপদে পড়ো, তাহলে 'ইয়া রাযুক' বলে আহবান করো। আমি অতিসত্তর সাহায্য নিয়ে চলে আসবো।।

বিজ্ঞ আলিমদের অভিমত-

আল্লামা জিয়াদী, অতঃপর আল্লামা আজহুরী (অনেক গ্রন্থ রচিয়তা হিসেবে সু-প্রসিদ্ধ আল্লামা দাউদী ভাষ্যকার শরহে নাহজ, অতঃপর আল্লামা শামী (رحمة الله) 'রাদুল মোহতার হাশিয়ায়ে দুররুল মোখতার' গ্রন্থকার, হারানো বস্তু ফিরে পাওয়ার জন্য এ আমলের কথা উল্লেখ করেন-"উঁচু স্থানে গিয়ে 'সৈয়দী আহমদ ইবনে আলওয়ান ইয়ামেনী (رحمة الله)-এর জন্য ফাতেহা পড়বে। অতঃপর তাঁকে আহবান করবে ইয়া সৈয়দ আহমদ ইয়া ইবনা আলওয়ান'।"
প্রসিদ্ধ ও সর্বজন স্বীকৃত কিতাব শামী থেকে অধম তাঁর পাদটীকার বক্তব্য হায়াতুল মিরাত' নামক পুস্তিকার পরিশিষ্টে বর্ণনা করেছি।

পরিসমাপ্তি-

* মোট কথা, নারায়ে রিসালতের বৈধতা সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরাম থেকে এ পর্যন্ত এমন অধিক সংখ্যক ওলামা ও আওলিয়া কিরাম বর্ণনা করেছেন, যাদের বক্তব্যসমূহ এ অধম (আহমদ রেযা) এক স্বল্প সময়ে একত্রিত করেছি। এখন মুশরিক ফতোয়া প্রদানকারীদের থেকে পরিস্কারভাবে জিজ্ঞেস করা হবে যে, হযরত ওসমান ইবনে হোনাইফ, আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (رحمة الله) প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম থেকে আরম্ভ করে শাহ ওয়ালী উল্লাহ, শাহ আবদুল আজীজ সাহেব এবং তাদের উস্তাদ ও মাশায়েখ (رحمة الله) পর্যন্ত সবাইকে কাফের বলো কিনা? যদি অস্বীকার করো তাহলে আলহামদু লিল্লাহ্ মুক্তি ও হেদায়ত পেয়েছে এবং সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। আর (যদি বোকা, নির্লজ্জ ও যাদু গ্রস্থ ব্যক্তির ন্যায়) তাদের উপর কুফরের ফতোয়া জারী করো, তাহলে তোমাদের এতটুকুই বলা যায় যে, আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের হিদায়ত করুক (হে স্বপ্নে বিভোর ব্যক্তিরা) একটু চোখ খুলে দেখো যে, কাকে বলেছে, কি বলেছো! ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলায়হি রাজেউন।

| আর আন্তরিকভাবে জেনে রেখো যে, যে মাযহাবের ভিত্তিতে সাহাবাকিরাম থেকে এখনকার পর্যন্ত সকল আকাবির ও উম্মতের শীর্ষপর্যায়ের সম্মনিত, মহামান্য ব্যক্তিদের মায়াজাল্লাহ (আল্লাহর আশ্রয়) কাফির-মুশরিক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে, সে মাযহাব আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কেমন শত্রু হিসেবে বিবেচ্য হবে? | বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণনা এসেছে, "যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কাফির বলবে, সে নিজেই কাফির। আর অনেক ইমামও শর্তহীনভাবে এ ফতোয়া প্রদান করেছেন। যার বিস্তারিত বিবরণ আমি অধমের 'আনাহ ইয়ুল আবীদ আনিস সালাতে দুররায়ে ই'দ্দীদ তাক্বলীদ' নামক পুস্তিকায় বর্ণনা করেছি। আমরা যদিও সাবধানতা বশতঃ তাদের কুফরী ফতোয়া দিচ্ছিনা, তবুও এতটুকু কথাতে সকলই একমত এবং এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই যে, একদল ইমামগণের মতানুসারে এ মহাত্মগণ ইয়া রাসুলাল্লাহ,' 'ইয়া আলী, 'ইয়া হোসাইন', 'ইয়া গাউসুস সাকালাইন' উক্তিকারী মুসলমানদের কাফের ও মুশরিক বললে তারা নিজেরাই কাফির ও মুশরিক। সুতরাং তাদের জন্য নতুন সত্বে কলমা পড়ে মুসলমান হওয়া আবশ্যক এবং নিজ স্ত্রীদের সাথে নতুনভাবে বিবাহ পড়া জরুরী। দুররে মুখতারে' উল্লেখ আছে -

مافيه خلاف يؤمر بالاستغفار والتوبة وتجديد النكاح.

অর্থাৎঃ যাতে মতবিরোধ হয় তাতে ইস্তিগফার, তাওবা ও নতুন বিবাহের হুকুম দেয়া হয়।

উপকারিতা-

হুজুর সৈয়দে আলম (ﷺ) কে উৎকৃষ্ট দলীলের ভিত্তিতে আহবান করবো, তাশাহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) যা প্রত্যেক নামাজ পড়ুয়া ব্যক্তি নামাজের দ্বিতীয় রাকাতে পড়ে থাকেন এবং স্বীয় নবীয়ে করীম আলায়হি অফজালুস সালাতে ওয়াত তাসলিমের সমীপে নিবেদন করেন-

السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركا ته

ও (সালাম আপনার উপস্থিতির উপর হে নবী(ﷺ) এবং আপনার উপর আল্লাহর রহমত, করুণা ও বরকত (অবতীর্ণ হোক)।
যদি (নিদা) আহবান করা মোয়াজাল্লাহ্ (আল্লাহর আশ্রয়) শিরক হয়, তাহলে এটাতো আজব ধরণের শিরক যা স্বয়ং নামাজের ভিতরেই শরীক ও অন্তর্ভুক্ত। ওয়ালা হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম। এ বোকামী ও মুখ ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত যে, 'আত্তাহিয়্যাতু' হুজুর সৈয়দে আলম (ﷺ) পবিত্র যুগ থেকে ঐ একই নিয়মেই চলে আসছে। এর উদ্দেশ্য ঐ শব্দসমূহ আদায় করা। না নবীয়ে করীম (ﷺ)-এর আহবান পবিত্র শরীয়ত নামাজে কোন জিকর এমন রেখেছে যাতে শুধুমাত্র মুখ থেকে শব্দটি বের করবে আর এর দ্বারা অর্থ উদ্দেশ্য হবে না। এমনি কখনো হতে পারে না। এমনটি এখানে উদ্দেশ্যও নয়। বরং এখানে রাসুলে পাক (ﷺ)-এর নিদা (আহবান) মর্মার্থ সহকারেই অকাট্যভাবে আবশ্যক।

'আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াসসালা ওয়াতু ওয়াত তায়্যেবাতি' দ্বারা আল্লাহ তায়ালার হামদই উদ্দেশ্য করছে আর 'আস সালামু আলায়কা আয়ুহান নাবীয়া ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু' বাক্যে এ উদ্দেশ্য ও ইচ্ছে করতে হবে যে, এ সময় স্বীয় রাসুলে করীম (ﷺ) কে সালাম করছেন এবং হুজুরের নিকট স্বইচ্ছায় নিবেদন করছেন, সালাম, হে নবী (ﷺ) ! আপনার উপস্থিতির উপর। আর আল্লাহর রহমত এবং তার বরকতসমূহ আপনার প্রতি অবতীর্ণ হোক।

"ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে" শরহে কুদরী থেকে বর্ণিত রয়েছে

لابد ان يقصد بالفاظ التشهد معانيها التي وضعت لها من عنده كما قد يحي الله تعالى ويسلم على البي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى نفسه وعلي أولياء الله تعالى.

তাশাহ হুদ'-এর শব্দসমূহের মধ্যে মর্মার্থ সহকারে ইচ্ছে করাই আবশ্যক। যেভাবে আল্লাহ্ তায়ালা নবীয়ে করীমের (ﷺ) পবিত্র জাত এবং আল্লাহর ওলীদের উপর তাহিয়্যাহ্ ও সালাম অবতীর্ণ করেন।

"তানবীরুল আবসার" এবং এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ "দুররে মোখতারে" উল্লেখ আছে-

ويقصد بالفاظ التشهد، معانيها مراد له على وجه (الإنشاء) كانه يحي الله تعلى ويسلم علي نبيه وعلى نفسه
وعلى أوليائه (لا الاخبار)، عن ذالك ذكره في المجتبى.

অর্থাৎঃ তাশাহুহুদ'-এর শব্দাবলীতে এর মর্মার্থই উদ্দেশ্য হতে হবে। আর তা ইনশা (আদেশ সূচক)-এর ভিত্তিতে, (খবরের ভিত্তিতে নয়). যেমনি ভাবে আল্লাহ তায়ালা রাসুলে করীম (ﷺ)-এর পবিত্র জাত এবং আউলিয়া কিরামদের উপর অভিবাদন ও সালাম নাজিল করেন। এটাই মুজতাবাতে উল্লেখ রয়েছে।

আল্লামা হাসন শরীফ লালী "মারাক্বীউল ফালাহ শরহে নুরুল ইজাহ" গ্রন্থে বলেন-

يقصد معانيه مرادة له على انه ينشائها تحية وسلاما منه م

| অর্থাৎ এ সমার্থবোধক অর্থে এভাবেই ইচ্ছে করবে যে, নবীয়ে করীম (ﷺ)-এর এ পবিত্র জাতের উপর অভিনন্দন ও সালামের নির্দেশ সূচক হয়।
অনুরূপ অনেক ওলামা কিরাম বর্ণনা করেছেন। এর উপর কতেক নির্বোধ ও নির্লজ্জ আস্বীকারকারীরা এ আপত্তি আবিষ্কার করে বসেছে যে, সালাত ও সালাম প্রেরণ করার জন্য ফিরিস্তা নির্ধারিত থাকে। সুতরাং তাতে আহবান জায়েজ, আর অন্যান্য সময় জায়েজ নেই। অথচ এটা কঠোরতম বিস্বাদ মুখতা। এ ছাড়াও আরো যতগুলো আপত্তি এর উপর উত্তাপিত হয়, এ সব অতিচালাকেরা এটুকুও তলিয়ে দেখেনি যে, শুধু মাত্র দরুদ সালাম কেন বরং উম্মতের সকল আমল, কর্ম দৈনিক দু'বার সরকারে আরশ ওকার হুজুর সৈয়দুল আবরার (ﷺ)-এর পবিত্রতম দরবারে পেশ করা হয়। অনেক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, শর্তহীনভাবে ভাল ও মন্দ আমলসমূহ হুজুর (ﷺ)-এর দরবারে পেশ করা হয়। অনুরূপ সকল আম্বিয়া কিরাম, পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয়, প্রিয় ব্যক্তিদের আমলও পেশ হয়। অধম 'সালতানাতুল মোস্তফা ফি কুল্লে মালাকুতে কুল্লিল ওয়ারা' পুস্তিকায় ঐ সব হাদীস সমূহ একত্রিত করেছি।
এখানে এটুকুই যথেষ্ট যে, ইমাম আজল, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক, হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব-এর সূত্রে বর্ণনা করেন

ليس ممن يوم إلا وتعرض على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اعمال امته غداة وعشيا فيعرجهم بسيماهم وأعمالهم

অর্থাৎ ৪ এমন কোন দিন অতিবাহিত হয় না, যে দিন উম্মতের আমলসমূহ প্রত্যেক সকাল-সন্ধায় রাসুলে সৈয়দে আলম (ﷺ)-এর পবিত্রতম দরবারে পেশ করা হয় না। সুতরাং হুজুর (ﷺ) স্বীয় উম্মতদের পরিচয় লাভ এরই নিদর্শন এবং তাদের আমলসমূহের কারণেই।

صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى اله وصحبه وشرف
وكرم فقير غفر الله تعالى بتوفيق الله عز وجل.

এ মাসয়ালায় একটি বিরাট ও বিস্তারিত গ্রন্থ লিখতে পারতাম কিন্তু গ্রন্থকারের জন্য এটাই যথার্থ মূল্য নিরূপনকারী এবং আল্লাহ হেদায়ত দান করলে একটি অক্ষরই যথেষ্ট।

- اكفنا شر المضلين يا كافي وصل علي سيدنا ومولانا محمدن الشافي و اله وصحبه حماة الديني الصافي أمين - والحمد لله رب العالين

আবদুল মোস্তফা আহমদ রেজা খান। মুহাম্মদী, সুন্নী, হানফী,কাদেরী। ১৩০১ হিজরীতে লিখিত।

এটা লিখেছি, অধম বান্দাহ আহমদ রেজা বেরলভী...রাসুলে সৈয়দে আলম হুজুর নবীয়্যল উম্মী (ﷺ) থেকে ক্ষমাপ্রার্থী। সমাপ্ত